গ্রীষ্মের দুপুর

প্রত্যেকটি ঋতুরই এক নিজস্বতা আছে। প্রত্যেক ঋতুরই কিছু ভালোলাগা আছে। শীতের সকাল যেমন আমাদের কাছে আকর্ষক তেমনি গ্রীষ্মের দুপুরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া আর এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

রবিবারের দুপুরে ভিন্নস্বাদের পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে ভরপেট আহার সেরে দোতলার খোলা বারান্দায় একটা গল্পের বই নিয়ে বসলাম। সামনের পিচের রাস্তা প্রায় গলে যাবার জোগাড়। জনশূন রাস্তায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বেরোবার সাহস করেনি। সূর্যের প্রখর দাবদাহ অসহ্য মনে হলেও বড় বড় গাছের ছায়াতলগুলো এসময় দারুণ আরামপ্রদ। আসলে মরুভূমির মাঝে এগুলি তখন মরুদ্যান। সেরকম গাছের তলায় ক্লান্ত ভিখারি, ঘামঝড়ানো রিক্সাওয়ালারা বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রীষ্মের দুপুর সময়টা বড় অলস। সেই অলসতা আমাদেরও গ্রাস করে। তন্দ্রা আসে। হঠাৎ করে তন্দ্রা ভেঙে যায় আইসক্রিমওয়ালার ডাকে "ঠান্ডা ঠান্ডা আইসক্রিম, কুলফি"। দুপুর গড়িয়ে বিকেল শুরু হয়ে যায় এভাবে।

গ্রামে কাটানো গ্রীষ্মের দুপুরের অভিজ্ঞতা আরও মধুর। পুকুর দাপিয়ে সাঁতার কাটা দামাল ছেলেগুলো, গাছের ছায়ায় বসে রাখালের বাঁশির করুণ সুর দুপুরগুলো, পরিবেশটাকে মায়াময় করে তোলে। ঠাকুমার ঘরে আচারের শিশি থেকে আচার চুরি করে খাওয়া কিংবা ঢেলা ছুঁড়ে আমবাগান আমপাড়ার মধ্যে একটা নিজস্বতা রয়েছে—সেইসব আনন্দ অকৃত্রিম। আজও বড় হয়ে শৈশবের কাটানো রঙীন মুহূর্ত গুলো সবচেয়ে বেশি ভিড় করে গ্রীষ্মের অলস দুপুরে। বাঙালি নস্টালজিয়া ভালোবাসে আর সেই বাঙালিকে নস্টালজিয়া ফিরিয়ে দেয় এরকম পিচগলা অথচ গভীর প্রশান্তির গ্রীষ্মের দুপুরগুলো।

বর্তমানে ফেসবুক, হোয়াটস্‌অ্যাপে মুখ গুঁজে থাকা মানুষের কাছে এরকম গ্রীষ্মের দুপুর এসে আশাহত হয়ে ফিরে যায়। এয়ার কন্ডিশনড্ রুমে প্রকৃতি ঢুকতে পারে না। আধুনিক প্রজন্মও বঞ্চিত হয় সেইসব অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে।

Scanned with CamScanner